Name of the study area: Urban
Data Type: IDI with Household
Length of the interview/discussion: 57:17 min.
ID: IDI_AMR308_HH_U_24 July 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family Members
Female	30	Class-IV	Caregiver	22,000 BDT	4 Years-Female	NO	Banglai	Total=5 ; Husband, Wife (Res.), Daughter, Son, Nephew

প্রশ্নকর্তাঃ তো কেমন আছেন আপা?

উত্তরদাতাঃ ভাল। আপনে ভাল আছেন?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ। আমি ভাল আছি। আমার নাম হচ্ছে ..... হ্যাঁ আমি আসছি মহাখালী কলেরা হাসপাতাল থেকে। আমরা কাজ করতেছি এন্টোবায়েটিকের ব্যবহার নিয়ে। তো এইটা কাজ করতে গিয়া আপনার সাথে কথা বলা আরকি। এখন আজকে আপনার সাথে কথা বলতেছি। তো আপার পেশা কি? কি কাজ করেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ আচ্ছা।

প্রশ্নকর্তাঃ

উত্তরদাতাঃ আমি ঘরেই থাকি। কোন কাজ করি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাহলে কি গৃহিনী?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। বাড়ির কাজগুলোই করেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ। সংসারের কাজ, রান্নাবাড়া।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ বাচ্চা দেহা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা এইগুলাই করেন না? আচ্ছা, তাহলে এইটা একটু বলেন আপনার পরিবারে কে কে থাকেন এইখানে?

উত্তরদাতাঃ এইখানে আমার ভাসুরের ছেলে, আমার ছেলে, আমার দেবর, আমার স্বামী, মেয়ে, আমি।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে কত জন হলো?

উত্তরদাতাঃ কয় জন?

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আমার স্বামী, ভাসুরের ছেলে দুইজন চাইর জন, পাঁচ জন ছয় জন।

প্রশ্নকর্তাঃ ছয় জন না? আচ্ছা। বাবুর বয়স কত?

উত্তরদাতাঃ তিন বছর সাত মাস

প্রশ্নকর্তাঃ তিন বছর সাত মাস না? আচ্ছা তা এই রকম পরিবারের মধ্যে বাইরে থেকে এসে কেউ থাকে?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার পরিবারের বাইরে আর কি?

উত্তর দাতাঃ না না কেউ থাকেনা। হয়তো শ্বাশুড়ি আইসা দশ বারো দিন থাকে ।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ দেবর একটা দেবর আছে ঐ দেবর মনে করেন দুই দিন থাকে এরকম আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তাহলে এমনি আপনাদের সাথে সব সময় থাকে না?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো এই ছাড়া আপনাদের এখানে কি গরু ছাগল এ্য পালেন কিনা?

উত্তরদাতাঃ না না না। এইগুলা পালি না। ভাড়া বাড়িতে এইগুলা পালা যাইবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ এইটাতো তো ভাড়া ঘর তাহলে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ কত ভাড়া পড়ে এখানে?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন যে ঘর ভাড়া ছয় হাজার। কারেন্ট বিল বারো শ আসে তের শ আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ তো ছয় হাজার তিনশ চারশ এরকম

প্রশ্নকর্তাঃ ও ছয় হাজার তিনশ চারশ এরকম আসে? আচ্ছা। তা এখানে এরকম আপনে যে বললেন ছয় জন থাকেন হ্যাঁ ছয় জনের মধ্যে যে ইনকাম করে কে কে?

উত্তরদাতাঃ ইনকাম মনে করেন যে আমার হাসবেন্ড করে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তারপরে আমার ছেলে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ ভাসুরের ছেলে, দেবর

প্রশ্নকর্তাঃ দেবর। তারমানে হচ্ছে চার জনে ইনকাম করে না?

উত্তরদাতাঃ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ চার জনের ইনকাম মিলে আপনাদের টোটাল ইনকাম কত হয়?

উত্তরদাতাঃ কত আর হবে মনে করেন যে বিশ পঁচিশ হাজার।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা বিশ পঁচিশ হাজার?, বিশ হাজার হবে না পঁচিশ হাজার হবে?

উত্তরদাতাঃ এরকমই মনে হয়। কাছাকাছি।

প্রশ্নকর্তাঃ পঁচিশ হাজারের কাছাকাছি হবে? আচ্ছা এই কাছাকাছি হইলে কি তাহলে চব্বিশ হাজার?

উত্তরদাতাঃ চব্বিশ হাজারের মতই।

প্রশ্নকর্তাঃ মতই না? আচ্ছা তা কি কি কাজ করে বল্লেন একটু বলবেন?

উত্তরদাতাঃ আমার স্বামী মনে করেন যে ইষ্টিশনে হকারি করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ পেপার বেচে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তারপরে আমার ভাসুরের ছেলে পাইপ ফ্যাক্টরীতে চাকরী করে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এই আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাসুরের ছেলে? আর দেওর?

উত্তরদাতাঃ একই ফ্যাক্টরীতে কাজ করে।

প্রশ্নকর্তাঃ একই ফ্যাক্টরীতে কাজ করে? আর ছেলে?

উত্তরদাতাঃ একই জায়গায়।

প্রশ্নকর্তাঃ ও ওরা তিন জনই একই জায়গায় আছে? আপনার ইয়া স্বামী হচ্ছে?

উত্তরদাতাঃ ইষ্টিশনে।

প্রশ্নকর্তাঃ ইষ্টিশনে কাজ করে। আচ্ছা আর পরিবারের মধ্যে এই যে বাড়ির মধ্যে কি কি জিনিসপত্র আছে একটু বলবেন এইখানে দেখতে পাচ্ছি আপনার একটা টেলিভিশন আছে এইটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতাঃ ঘরের জিনিসতো টুকটাক থাকবোই।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এখনা খানাডুলি, একটা ওয়াড্রোব, একটা সুকেস

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ : খাট এইগুলাইতো।

প্রশ্নকর্তাঃ ফ্রিজ?

উত্তরদাতাঃ ফিরিজ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ফ্রিজ আছে না একটা? আচ্ছা, তো ঠিক আছে আর হচ্ছে আপনারা যে ছয় জন আছেন বর্তমানে সবাই কি সুস্থ্য আছেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আল্লাহর রহমতে অনেক সুস্থ্যই আছি।

প্রশ্নকর্তাঃ সুস্থ্য?

উত্তরদাতাঃ মেয়ে কয়দিন আগে অসুস্থ্য ছিল

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তারে কান শুধু খাইজ্জাইতো

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ পরে এই যে সারে তিনশ টাকার অসুধ আইনা খাওয়া অইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ খাইছে শনিবারের থাইক্কা একেবারে শনিবারে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে হচ্ছে ওর শুধু একটু কানে সমস্যা হইছিলো না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আর বর্তমানে ঐযে আপনার দেওরের ছেলে

উত্তরদাতাঃ না সবাই সুস্থ্য আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার ভাসুরের ছেলে বা বাকিরা?

উত্তরদাতাঃ সবাই সুস্থ্য আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ সবাই সুস্থ্য আছে? আপনার স্বামীও সুস্থ্য আছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো এরকম কেউ আছেন এই ছয় জনের মধ্যে আর কেউ সব সময় অসুস্থ্য থাকে কিছুদিন পর পর অসুস্থ্য হয়?

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম নাই না? সবাই সুস্থ্য থাকেন আপনারা?

উত্তরদাতাঃ সুস্থ্য থাকি মানে আমরা আবার গেছে রোজায়

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ একসিডিন করছিলাম

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আমার আব্বায় আসার সময় মারা গেছিলো। পরে লাশ নিয়া যাওয়ার সময় মনে করেন একসিডিন হইছিলো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ পরে আবার মনে করেন যে দেহেন না?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ কপালে একটা ইয়া কাটা দাগ দেখতাছি।

উত্তরদাতাঃ এইডাই একসিডিন। আমার জামাই আবার ডেনা ভাঙ্গছে

প্রশ্নকর্তাঃ ও

উত্তরদাতাঃ আবার মনে করেন যে কয় দিন পরে পরে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ কয় দিন পরে পরে মনে করেন যে ব্যাথা বাড়ে। আমার এই জায়গায় মনে করেন যে খাওজ্জায়, করকর করে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ তারপরে আবার কয় দিন পরে পরে অসুধ আনন লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা এই অসুবিধা আছে না?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তো ডাক্তার দেখান নাই? ডাক্তার কিছু বলে নাই কি অইছে?

০৫ মিনিট (০৫:০২)

উত্তরদাতাঃ ঐ যে আমার সিটি এক্সেলের কাগজ তারপরে আমার স্বামীর ঐজায়গায় আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ কয়দিন পরে পরে ব্যাথা উঠলে ঐ সিলিপটা নিয়া মনে করেন যে অসুধ নিয়া আসি।

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা আচ্ছা। কোন ডাক্তার দেখান?

উত্তরদাতাঃ এইটা মনে করেন যে নিমতলি থিকা আরো তিন মাইল ভিতরে। মানে যেইখান থিকা আমাগো অসুদটা আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ কোন ডাক্তার আর কি?

উত্তরদাতাঃ আমি ডাক্তারের নাম জানি না। ওর আব্বু নিয়ে আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ ডাক্তারের ডাক্তার সেই নিমতলার ঐদিকে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ নিমতলির রাস্তার থিকা আরো তিন মাইল ভিতরের দিকে যাওয়া লাগে। গেরামের ভিতর।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন গ্রামের ভিতরে ডাক্তার দেখাইতে গেলেন?

উত্তরদাতাঃ ঐ জায়গায় মনে করেন যে অনেক মানুষ ভাল অইছে। হাত ভাঙ্গা, মনে করেন যেই কোন সমস্যা ভাল অয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ পরে ওর আব্বু খবর পাইয়া পরে ঐখান থিকাই অসুধ আনছে। ঐখান থিকা অসুধ আইনা খাওয়ার পরে আমাগো আল্লাহর রহমত ভাল হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ঐটা কি এমবিবিএস ডাক্তার নাকি কি রকম ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ ঐরকমই মনে করেন যে কোন ভিজিট নেয় না আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ভিজিট নেয় না

উত্তরদাতাঃ না মনে করেন এখানে গেলে ক্লিনিকে গেলে চার পাঁচশ টাকা ভিজিট নেয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তো ঐখানে নেয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐখানে নেয় না?

উত্তরদাতাঃ না। মনে করেন চাইর পাঁচশ টাকা দিয়া আমরা অসুধওটা নিয়া আইতে পারি।

প্রশ্নকর্তাঃ ও এজন্য?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ তা কিন্তু এইখানে যাইতে তো অনেক দুরে টাকা লাগে?

উত্তরদাতাঃ এইখান থিকা মনে করেন আমরা গেলে আমি আর ওর আব্বু গেলে একশ টাকা বিশ টাকা লাগে আপ-ডাউন

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু আচ্ছা আপ-ডাউন একশ বিশ টাকা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাহলে এইটা একটু বলেন যে আপনারা যে গেলেন ঐ ডাক্তার বলতেছেন যে ভিজিট নেয় না তো কি রকম ডাক্তার কি পাশ করা কি কোন কোর্স পাশ করছে কিনা এইটা বলতে পারবেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আমরা তো জানিনা ওর আব্বু বলতে পারতো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা আপনি জানেন না?

উত্তরদাতাঃ ওর আব্বু থাকলে বলতে পারতো।

প্রশ্নকর্তাঃ কোন প্রেসক্রিপশন লিখে ঐ

উত্তরদাতাঃ মনে করেন প্রেসক্রিপশন তো দিছেই এহন কি জানি কোন জায়গায় রাখছি কইয়ার পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ কোন জায়গায় রাখছি? ঐযে প্রেসক্রিপশনতো মনে করেন যে ছোট পোলাপান না?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ ঘরে তো মনে করেন গোছাই। মনে করেন যে প্রেসক্রিপশন মনে করেন অনেক দিন এই যে এই অসুধগুলা আমি খাওয়াইতাছি ম্যাডাম। এইগুলা অনেক দামি দামি অসুধ কিন্তু। মনে করেন যে ঐ প্রেসক্রিপশন নাই তখন এইগুলি দেখাই দেখাই অসুধ কিনি।

প্রশ্নকর্তাঃ ও প্রেসক্রিপশন নাই? অসুধগুলো দেখাই দেখাই নিয়া আসেন?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আপাতত রাখেন আমি একটু পরে দেখতেছি হ্যাঁ। তো বর্তমানে তো কেউ এরকম নাই যে জ্বর হইছে, ডায়রিয়া হইছে এমন?

উত্তরদাতাঃ না না এরকম নাই। আমাদেরও আল্লাহর রহমতে ডায়রিয়া বা পাতলা পায়খানা এরকম কারো অয় টয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা এইগুলা নাই না?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এই যে আপনিতো বাড়ির সবার দেখাশুনা করেন আর কি এই এই যে যেই কয়জন আছে ছয় জনের মধ্যে বাকি সবার দেখাশুনা যেহেতু করেন

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ তা এইটা একটু বলবেন কে কখন এরা তো প্রতিদিন কাজ করতে যায়। কাজ করতে গিয়া আবার আপনে নিজেই কাজ করেন বাচ্চার এ্য সমস্যা থাকে।

উত্তরদাতাঃ মনে করেন আমি সকাল

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন চাইরটা বাজে উডি ভাত রান্না করি দুই পদ তিন পদ তরকারী থাকলে এইগুলি গরম করা হয়

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ পরে আমার ছেলের আর আমার ভাসুরের ছেলের ভাতটা টিফিনকারীতে ভইরা মনে করেন যে ওরে ডাক দেই

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ ও সারে পাঁচটা বাজে যায়।

প্রশকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ মনে করেন আবার কতক্ষন পরে আমার ছেলেরে ডাক দেই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ সারে ছয়ডা বাজে অফিসে যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আবার কতক্ষন পরে ওর আব্বুরে ডাক দেই পাঁচটা বাজে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ পরে ওর আব্বু মুখটুখ ধোয়। আমি ভাট টাত বাইরা টাইরা দেই

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ খাইয়া টাইয়া হারলে আবার জায়গা। পরে আমি গেট লাগায়া দিয়া মনে করেন ঐ শুয়া থাকি একঘন্টা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ একঘন্টা পরে উইঠা মেয়েরে মনে করেন যে মুখটুখ ধোয়াই

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আমি নিজেও মুখ টুখ ধুই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ পরে নাস্তা খাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ খাইয়া মনে করেন যে বাজারে যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ বাজার থিকা বাজার কইরা আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ কুটা বাছা করি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ কুটা বাছা কইরা রান্না বান্না কইরা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ।

উত্তরদাতাঃ আমি গোসল করি বাচ্চারে গোসল করাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা এই।

উত্তরদাতাঃ পরে মনে করেন এক দেড় ঘন্টা রেষ্ট একটু থাকেই

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। সারা দিনে এইগুলা করা লাগে প্রতিদিন?

উত্তরদাতাঃ প্রতিদিনই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এইযে আপনি সবারই দেখাশুনা করতেছেন হ্যাঁ যদি কেউ অসুস্থ্য হয় কিভাবে বুঝতে পারেন আপনি?

উত্তরদাতাঃ ঐতো বলে।

প্রশ্নকর্তাঃ কিভাবে বলে একটু বলবেন আলাদা আলাদা করে সবার?

উত্তরদাতাঃ মনে মনে করেন যে জ্বর অইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু।

উত্তরদাতাঃ তায় আমি দেহি যে শুইয়া রইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ কি ..... কি অইছে শুইয়া রইছো কেন?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ কাকি জ্বর। আমি কই যে অসুদ নিয়া আস ডাক্টারের কাছ থিকা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ তার মনে করেন ছেলের জ্বর অইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ শুইয়া থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ কিরে .....বাজান শুইয়া রইছছ কে? অফিসে যাবি না?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আম্মা জ্বর।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ যা অসুদ পাতি নিয়া আয়গা ঐযে ডাক্টারের দোকান আছে যা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ .....০৯:২২.....এই যে এইরকম আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ এই রকম ইয়ে করেন? আর এই মেয়ের অসুখ হইলে?

উত্তরদাতাঃ মেয়ের অসুখ হইলে তো বুঝতে পারুম না?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ঘুমায়া থাক শুইয়া থাকবো। উঠবো না। আম্মা শরীর ভাল লাগতাছে না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এইভাবে বুঝতে পারেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ ভাই এর ব্যাপারটা?

উত্তরদাতাঃ ওরটা ওরকমই।

প্রশ্নকর্তাঃ আর আপনার দেবরের?

উত্তরদাতাঃ দেবরের অসুখ অইলে দেবরই অসুধ নিয়া আসে।

প্রশ্নকর্তাঃ সে নিজেই অসুধ নিয়ে আসে? আচ্ছা। তো তার মানে তার পরেও আপনি হচ্ছে সবার দেখাশুনা এইভাবেই করতেছেন আর কি?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো এরকম কি হইছে যে সর্বশেষ কেউ এই ধরণের ইয়া করতে গিয়া দৈনন্দিন কাজগুলা করতে গিয়ে অসুস্থ্য হইছে?

১০ মিনিট (১০:০৩)

উত্তরদাতাঃ না না। একটা একসিডিন মেকসিডিনের কথা? না।

প্রশ্নকর্তাঃ না একসিডিন না ধরেন জ্বর বা সর্দি কাশি বা এইভাবে পড়ে ছিল।

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম হয় নাই না?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন আজকে জ্বর অইছে তো কিছুক্ষন পরেই মনে করেন যে শুইয়া থাকে তো জিঙ্গাস করি না? তায় মনে করেন যে যাও ডাক্তারের কাছে দেখায়া

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু।

উত্তরদাতাঃ অসুধ নিয়া আসো গা। এরকম।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এরকমই হয়?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ এটা অ্যা আচ্ছা তাহলে এইটা একটু বলেন আপনারা যখন অসুস্থ্য হন আর কি তো অসুস্থ্য হইলে এই যে বললেন আপনি ডাক্তারের কাছে গিয়া অসুধ নিয়ে আসো। কোন ডাক্তারের কাছে যান সবার আগে? বা.....১০:৩৭.....

উত্তরদাতাঃ আমরা মনে করেন এখনই যদি টুকটাক জ্বর টর অয় মনে করেন এইখানে একটা বিরিজের কাছে একটা ডাক্তার আছে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা কি ডাক্তার?

উত্তরদাতাঃ এই যে কাকার নাম ভুইলা গেছি। এই যে মনে করেন আমগো পরিচিতই।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এইখানে যাই যে কাকা দেহেন

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ জ্বর অইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ বা কাকা জ্বর মাপে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ জ্বর থাকলে তো জ্বর মাপবো মাইপা পরে অসুধ দিবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ অসুধ আনলে শইল ভাল অইয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐখানে যান? সব সময় কি ঐখানেই যান?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বর হইলে আর কি।

উত্তরদাতাঃ আর যদি মনে করেন যে বেশী অয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তাইলে আমরা মনে করেন যে ঐযে টঙ্গী হাসপাতাল যে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আমার মেয়ের যে কান খাওজ্জায় কান ব্যথা করে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ মানে আমি এইখান থিকা ড্রপ আনছি। ড্রপ দিছি তারপরেও মনে করেন যে কমে না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ পরে আমি এই যে এই শুক্রুরবারে শনি বারের আগের শনিবারে মেডিকেল গেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ওর আব্বু পাডাইছে সরকারী মেডিকেলে। পরে গেছি পরে ঐখানে দেখাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু।

উত্তরদাতাঃ পরে দশ নাম্বারে দিছিলো দশ নাম্বারের তে পরে সতেরো নাম্বারে পাডাইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ঐডার প্রেসক্রিপশন আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ পরে ঐখান থিকা পাডানের পরে অসুধ লেইখা দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ এই সারে তিনশ টাকার অসুধ লেইখা দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ পরে ওর আব্বু ঐজায়গায় যে মাল বেচে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ পরে আমি দেখাইছি পরে আমারে দাড় করাইয়া পরে অসুধ আইনা দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ অসুধ আইনা দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। সে ই অসুধ এনে দিছে?

উত্তরদাতাঃ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এই যে অহনো অসুধ আছে এইহানে।

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আনছি এইযে এক সপ্তাহের অসুধ দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা। এখনো কি অসুধ খাচ্ছে?

উত্তরদাতাঃ কালকে শেষ হইয়া গেছে। সাত দিনের অসুধ না?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ শেষ হইয়া গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ও সাত দিনের অসুধ অসুধ খাওয়া শেষ হয়ে গেছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ। এইটা দেড় চামচ কইরা দিনে তিন বার এইটা রাইতে একবার এক চামচ কইরা একবার।

প্রশ্নকর্তাঃ সাবাসেফ?

উত্তরদাতাঃ হ হ এইগুনা।

প্রশ্নকর্তাঃ নাবাসেফ, নাবাসেফ সেফাক্লোফ এইটা তিন বার বললেন না?

উত্তরদাতাঃ দেড় চামচ কইরা।

প্রশ্নকর্তাঃ দেড় চামচ করে তিন বার দিনে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আর?

উত্তরদাতাঃ প্রেসক্রিপশন প্রেসক্রিপশন নাই। এইখানে যা আছে তাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ফেক্সো ফেক্সো হচ্ছে এইটা কত কিভাবে খাইতে হবে?

উত্তরদাতাঃ এক চামচ কইরা শুধু রাইতে

প্রশ্নকর্তাঃ এক চামচ করে রাতে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ। এইডা মনে করেন মেডিকেলে লেইখা দিছে ঐডা দেহায়া।

প্রশ্নকর্তাঃ ডেক্সোপেনোডিল এইটা হচ্ছে লিখে দিছিলো না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ।

উত্তরদাতাঃ ঐ কোন ডাক্তারের কাছে গেছিলেন এইটা? এইটা নাকি মেডিকেলের এইটা?

উত্তরদাতাঃ মানে মেডিকেলের মানে এইডা লেইখা দিছে পরে আমরা অসুধ আনছি এইটা দেখায়া।

প্রশ্নকর্তাঃ মেডিকেল থেকে লিখে দিছে এইটা?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ আর অসুধ কি লাগবে না লাগবে লেইখা দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে।

উত্তরদাতাঃ আর সাত দিন মানে সাত দিনের অসুধ তো শেষ। কালকে খাওয়াইয়াই শেষ হইয়া গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ। কালকে খাওয়াইয়াই শেষ হইয়া গেছে? তারমানে হচ্ছে আপনারা সবার আগে তারপরেও এই যে সামনে কোথায় কোন ডাক্তারের কাছে যান? একটা বললেন ঐযে ফার্মেসি

উত্তরদাতাঃ ঐযে ঐহানে বিরিজের ঐহানে

প্রশ্নকর্তাঃ বিরিজের ঐহানে?

উত্তরদাতাঃ একটু যাইতে পাঁচ সাত মিনিট লাগে।

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য দোকানের নামটা বলতে পারবেন বা

উত্তরদাতাঃ না মনে নাই তো।

প্রশ্নকর্তাঃ দোকানের নাম মনে নাই? ঐ ডাক্তারের যেখানে দেখান আর কি যে ফার্মেসি যার তার তার নামও মনে নাই?

উত্তরদাতাঃ মনে নাই। আর কি মনে করেন যে হঠাতে হঠাতে যাওয়া পরে তো

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এই কারণে মনে নাই। ওর আব্বুর মনে আছে আমার মনে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ আমি তো মনে করেন যে নাম জিঙ্গেস করি না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। তাহলে কি সব সময় ওখানেই যান নাকি

উত্তরদাতাঃ মনে করেন নানা সময় তো মনে করেন যে কেউর বেশী অসুখ অয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ যাওয়া পড়ে না। হঠাতে এক দুই দিন জ্বর টর অইলে তাইলে যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে যখনই জ্বর হোক বা যেইটাই হোক। অসুস্থ্যতা দেখা দিলে উনার কাছে যান?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম কি?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তাহলে এইটা কি সবার ক্ষেত্রে একই ঐ জায়গায় সবাই যান আপনারা?

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ আলাদা আলাদা কোথাও জায়গায় যান?

উত্তরদাতাঃ ওর তো মনে অয় আট নয় মাসের মধ্যে আল্লাহর রহমতে জ্বর টর অয় নাই না?

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ জ্বর টর অয় নাই অয় না। আমার ছেলেরও মনে করেন যে কেউরই বেশীরভাগ অয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ হয় না, না?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ যদি হয় কোন কারণে যাওয়া লাগলে ঐ ব্রিজের পাশে যান?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন যে ও যদি হডাত কইরা যদি অয় তাইলে ঐ জানি কইথিকা আনে কইয়ার পারুম না। আমাগো আল্লাহর রহমতে অসুক বিশুক অয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আ আর আপনার ছেলের?

উত্তরদাতাঃ ছেলেরও না।

প্রশ্নকর্তাঃ ছেলেরও না? আচ্ছা। তার মানে ধরেন যদি দরকার পড়ে ঐখানেই যান?

উত্তরদাতাঃ হ হ

প্রশ্নকর্তাঃ প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য আর যদি সেখানে না হয় তাহলে ঐযে বললেন মেয়েকে ইয়ে করলেন?

উত্তরদাতাঃ মেডিকেলে।

১৫ মিনিট (১৫:০১)

প্রশ্নকর্তাঃ যখন ইয়ে হয় নাই তখন মেডিকেলে চইলা যান। টঙ্গী মেডিকেল?

উত্তরদাতাঃ মেডিকেল।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে কোথায় যাইতে হবে বা এই স্বিদ্ধান্ত গুলো কে নেয়?

উত্তরদাতাঃ আমার স্বামীরে বলি

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ যে মামুনের আব্বা .....১৫:১৭.....তয় কয় যে ঐহানে যা দেহায়া অসুধ নিয়া আয়

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আর পরে যদি মনে করেন যে হডাতে আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এই যে মনে করেন হডাতে। ভাল অইতাছে না যহন তাইলে একটু মেডিকেলে যা

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ মেডিকেল যাইয়া দেহায়া ।

প্রশ্নকর্তাঃ এইভাবে? তার মানে স্বিদ্ধান্ত হচ্ছে ঐ ভাই এর কাছে থেকেই আসে আর কি।

উত্তরদাতাঃ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ তা এই যে যান হ্যাঁ ধরেন আপনি আপনার মেয়েকে নিয়ে গেলেন মেয়েকে যখন কানের ইয়া হইছিলো তখন তখন কার সাথে গেছিলেন?

উত্তরদাতাঃ আমি একাই গেছি। ওর আব্বা বইলা গেছিলো মেডিকেল যাইয়া তুই যাইস।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ।

উত্তরদাতাঃ টাকা দিয়া গেছে। বাদে ওর আব্বু বলছে তুই যাইছ। ওরা আমারে টাকা দিয়া গেছে আমি এইহান থিকা মনে করেন যে বিশ টাকা রিকসা ভাড়া।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা এই মেয়েকে নিয়ে মেয়েকে নিয়ে গেছিলেন নাকি আপনি

উত্তরদাতাঃ না না না, আমি মেয়েকে নিয়ে গেছি

প্রশ্নকর্তাঃ মেয়েকে নিয়ে গেছেন? শুধু দুই জনেই গেছেন?

উত্তরদাতাঃ দুই জনেই গেছি। পরে মেডিকেল থিকা যহন সিলিপ লেইখা দিছে অসুধ কিনতে অইবো পরে কাউন্টারে আইসা স্বামীরে দেখাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ অসুধ লেইখা দিছে। বাদে ঐই কিন্না দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা উনি কিনে দিছে। তাহলে ঐ স্লিপ যখন ডাক্তার যখন প্রেসক্রিপশন দেয় স্লিপ দেয় তখন আরকি কিনবেন কি কিনবেন না এই স্বিদ্ধান্তটা তাহলে কার থাকে?

উত্তরদাতাঃ না মনে করেন যে মেডিকেল থিকা তো অসুধ দিলে তো দেয়ই। আর না দিলে মনে করেন যে লেইখা দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এই অসুধগুলা আমার এইহানে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ তাইলে মনে করেন যে লেইখা দিছে যে বাইরে থিকা কিন্না নেন।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু।

উত্তরদাতাঃ কিন্না নেন। আর পরে আবার বলছে যে ঐযে কান যদি সমস্যা ভাল না অয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ এই অসুধ খাওয়ার পরে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তাইলে কানের চিকিৎসা করতে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতাঃ পরে ওর আব্বুরে দেখাইছি যে অসুধ লেইখা দিছে আর এইডি বলছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ।

উত্তরদাতাঃ যে সাত দিনের মধ্যে যদি ভাল অয় অইবো আর নাইলে কানের চিকিৎসা করাইতে অইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ পরে ওর আব্বু কয় ঠিক আছে আল্লাহর রহমত মনে করেন এক সপ্তাহ ওর অসুদ খাওয়ার পরে এক সপ্তাহ পরে ভাল অইয়া গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। এক সপ্তাহ পরে ভাল অইয়া গেছে? তার মানে তো ধরেন ঐ ধরণের যদি অসুধ কিনতে হবে এই রকম কিছু স্লিপ লিখে দেয় আর কি এই স্লিপের অসুধগুলো কিনবেন কি কিনবেন না এই স্বিদ্ধান্তটা তাহলে কার থাকে আপনাদের? আপনার না আপনার স্বামীর?

উত্তরদাতাঃ আমার স্বামীরই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার স্বামীরই থাকে আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ মনে করেন যে একটা জিনিস সমস্যা অইলে তো এইডা আমার স্বামীরে আগে জানাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ যে এই রকম সমস্যা এহন কি করবা?

প্রশ্নকর্তাঃ কেন এইটা করেন? কেন উনি স্বিদ্ধান্তটা নেন?

উত্তরদাতাঃ উনার স্বিদ্ধান্তটা নিয়াই কারন আমি অহন আমি একটা কিছু করলে কাম কাজে কইবো মনে করেন একটা জিনিস আনলাম

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ভাল অইলো না কিছু অইলোনা টেকায় টেকাও গেল। ওর আব্বু কইলো তুই পন্ডিতি করলি ক্যা?

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ তুই গেছছ ক্যা আমারে জিগাইতে? মনে করেন আমার স্বামী না জিগাইলে তো সমস্যা না? কারণ টাকা ও দিব।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। টাকা সে দিবে না?

উত্তরদাতাঃ টাকা তো সে দিবে।

প্রশ্নকর্তাঃ টাকার ইয়ে হচ্ছে উনার কাছে?

উত্তরদাতাঃ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ মনে করেন আমি তো আমার কাছে টাকা নাই। এহন একটা যেই কোন জিনিস দরকার লাগলে ওই টাকা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। এই জন্য উনাকে বলা লাগে

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ সব সময় যে এই টাকা দিয়ে এইটা করতাছি ঐ টাকা দিয়ে ঐটা করতাছি।

উত্তরদাতাঃ হ হ মনে করেন যে আমার ঘরে কিছু নাই

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ একটা জিনিস নাই। আর ..... আব্বু এইটা নাই

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তুমি আমারে টাকা দাও। আমি আনতাছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ তো মনে করেন যে একশ দেড়শ দুইশ দিয়া দিবো। যে তুমি যেইডা নাই নিয়া আয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ তো মনে করেন আমারতো ই করা লাগবো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু কারন টাকা আপনার কাছে নাই?

উত্তরদাতাঃ হু।

প্রশ্নকর্তাঃ এই জন্য? আচ্ছা। তাহলে এই যে বললেন হচ্ছে যাওয়ার স্বিদ্ধান্ত থাকে হচ্ছে ভাইয়ের এবং অসুধ কিনার স্বিদ্ধান্তটাও হচ্ছে ভাইয়ের মানে আপনার স্বামীর থাকে না?

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ তাইলে এইটা একটু বলেন যে কিন্তু যাওয়ার সময় ঠিকই ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় আপনি একা যান মানে মেয়েকে নিয়ে যান।

উত্তরদাতাঃ না এইডা মেডিকেল যাওয়ার সময় আরকি একা গেছি

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ কারণ ও তখন এইহানে মাল বেচতাছে তো।

প্রশ্নকর্তাঃ আর এই যে ব্রিজের পাশে যে দোকানটাতে যান অসুধ কিনতে যে ফার্মেসির দোকানে যান। ঐটা?

উত্তরদাতাঃ ঐটার সময়ওতো ওর আব্বুরে বলি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ যে ..... বাপ ওরা তো দেখ মেয়েডার খুব অসুখ অহন কি মেডিকেলে নিমু না তুমি নিয়া যাও।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ কয় তুই ঐ কাকার কাছে নিয়া যাইছ। আর দেহায়া জ্বর টর মাপায়া দেহায়া অসুদ নিয়া আইছ।

প্রশ্নকর্তাঃ কাকা ডাকেন উনাকে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো অন্য কোথাও না গিয়ে এইখানে তো অনেক ফার্মেসির দোকান আছে। কাকার কাছে কেন যান?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন মনে করেন ঐখানে যাই কেন ঐখানে মনে করেন অসুধ ভাল

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আর এইদিকে মনে করেন সব সময় ডাক্টার বন্ধ থাকে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ দোকানপাট। এইখানে একটা ডাক্টার দোকান আছে। উনি খালি শুক্কুর বারে ইয়া করে। আর যদি পাঁচটায় ছুডি হয় তাইলে দোকান খুলে। আর চাকরি করে তো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আর মনে করেন হডাৎ এই দিকে গেলে দোকান বন্ধ পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ আবার সময়তে মনে করেন যেদিকে খোলা পাওয়া যায় সেইখানেই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা সুযোগ সুবিধা মানে সব সময় খোলা থাকে ঐটা?

উত্তরদাতাঃ হ। সব সময় খোলাও থাকে আবার বন্ধও থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ যদি মনে করেন যে এইহানে যদি বন্ধ থাকে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ তাইলে মনে করেন যে ঐদিকে দোকান আছে ঐদিক থিকাই নেই।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ দোকান তো মনে করেন এভেলেবেল দোকান।

২০ মিনিট (২০:০৫)

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। অনেক দোকান এই জন্যই তো জানতে চাইলাম। যে অনেকগুলো দোকান কিন্তু আপনি যান কেন কাকার কাছে।

উত্তরদাতাঃ হ। মনে করেন এইডি বেশীর ভাগ আপনের ম্যাডাম মনে করেন বন্ধ থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। বেশীরভাগ বন্ধ থাকে না? এই জন্য?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ। এই যে নামাজ টামাজ পড়ে তো বেশীরভাগ বন্ধ থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ মানে যখন আপনার প্রয়োজন তখন পান না এইজন্য হচ্ছে উনার কাছে যান?

উত্তরদাতাঃ হ। এই ব্যাপার আর কিছু না।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ধরেন যখন এই যে অসুধ হ্যাঁ এতোক্ষনতো বললাম কোন ডাক্তারের কাছে যান ঠিকনা? এখন

উত্তরদাতাঃ কাকার নামডা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। এখন জানতে চাচ্ছি যে কোন অসুধ যখন প্রয়োজন হয় বাড়ির মধ্যে তখন অসুধ কিনতে কোন ফার্মেসিতে বা কোথায় যান আপনারা?

উত্তরদাতাঃ মানে কি রকম অসুখ হইলে?

প্রশ্নকর্তাঃ ধরেন জ্বর হইলো আপনার। জ্বর হওয়ার পরে আপনার অসুধের দরকার লাগলো তখন আপনি কি করেন অসুধ কিনতে কোথায় যান?

উত্তরদাতাঃ ঐযে ঐহানেই যাই।

প্রশ্নকর্তাঃ কাকার কাছে ব্রিজের গোড়ায়?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ ঐহানে যাই এই যে কয়দিন আগে মুখ তিতা লাগে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ পরে গেছি। কাকা আমার মুখ তিতা তিতা লাগে ভাত খাইতে পারি না। পরে হাত হুত মানে চিকি কইরা পরীক্ষা কইরা দেখছে। পরে অসুধ দিছে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ অসুধ খাইছি। আল্লাহর রহমতে দশটা ট্যাবলেট মনে অয়

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ একটা কইরা একবার খাওয়া লাগবে সকালে আবার খাওয়া লাগবে এগারোটা বাজে আবার মানে এরকম ছয় ঘন্টা পর পর খাই

প্রশ্নকর্তাঃ ছয় ঘন্টা পরপর খাইতে বলছে?

উত্তরদাতাঃ আবার খাইছিলাম আবার ভাল হইয়া গেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। এই যে ছয় ঘন্টা পর পর কয় দিন খাইতে বলছিলো?

উত্তরদাতাঃ খাইতে তো বলছিলো অসুধ তো দেড়টা কইরা দেড়ডা কইরা খাইছি আমি দেড়ডা কইরা খাই নাই। একটা কইরা খাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ বুঝি নাই দেড়টা?

উত্তরদাতাঃ মানে একটা আর অর্ধেকটারে দেড়টা বলে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ সেইটাতো বুঝলাম দেড়টা। দেড়টা কইরা খাইতে বলছে আপনাকে কিন্তু আপনি খাইছেন একটা করে?

উত্তরদাতাঃ না আমি দুই দিন দেড় মনে করেন একদিন আর আধা বেলা খাইছি দেড়টা কইরা। মন থাকে না একটা কইরা মানে অর্ধেকটা মন থাকেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতাঃ একটা কইরা খাইয়ালাই

প্রশ্নকর্তাঃ ও

উত্তরদাতাঃ খাইছি যে মনে করেন পাঁচটা খাইছি আর খাই নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ও তা কয়দিন খাইতে বলছিলেন উনি?

উত্তরদাতাঃ মানে কইছিলো চাইর পাঁচ দিন খাইতে কইছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ চার পাঁচ দিন? তা আপনি কয়দিন খাইছেন বললেন?

উত্তরদাতাঃ আমি পাঁচটা খাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ পাঁচটা খাইছেন? তার মানে কয় দিন? দিনে দুইটা করে বলছিলো না খাইতে? না ছয় ঘন্টা পর পর বলছিলো?

উত্তরদাতাঃ হু ছয় ঘন্টা পর পর

প্রশ্নকর্তাঃ ছয় ঘন্টা পর পর হইলে তো

উত্তরদাতাঃ এমনে ম্যাডাম আমার অসধ না অসুখ অইলে মনে করেন যে ভাল অইয়া গেলে আমি আর খাইনা।

প্রশ্নকর্তাঃ দিনে চারটা করে খাওয়ার কথা ছিল আরকি

উত্তরদাতাঃ চারটা করে কেমনে? মনে করেন যে

প্রশ্নকর্তাঃ ছয় ঘন্টা পর পর হলে ২৪ ঘন্টায় চারটা না?

উত্তরদাতাঃ একটা এগারোটা বাজে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এ্য সকালে খাইতে কইছে ছয়ডা বাজে যাইয়া আরেকটা মনে করেন এগারোডার দিকে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু।

উত্তরদাতাঃ ছয় ঘন্টা পর পর। আবার সন্ধা কয়টার দিকে আবার এগারোডা বাজে।

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে তো চারটা দিনে চারটা। দিনে চারটা খাইতে বলছে আর আপনি পাঁচটা করে পাঁচটা মাত্র খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ খাইছি। মনে করেন যে দুই দিন খাইছি আর ভাল অইয়া গেছে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতাঃ আর খাই নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন?

উত্তরদাতাঃ আমি এমনে মনে করেন অসুধ খাইতে পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আমার ঘিন্না করে।

প্রশ্নকর্তাঃ ঘিন্না করে?

উত্তরদাতাঃ আমি মনে করেন আমরা চিটাগাং ছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ঐখানে গেলাস ফ্যাক্টরি অসুধ ফ্যাক্টরি আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ ঐ জায়গায় যারা চাকরী করতো বলতো কি যে মানুষের কলিজা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এইগুলা দিত।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ বলতো আর কি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ মনে করেন যে তখনের তে আমি অসুধ খাওয়া আমার ভাল্লাগেনা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। এই জন্য এই জন্য আপনি শুধু পাঁচটা খাইছেন? যে যে জায়গায় আপনাকে নির্দেশ দিছিলো ঐ নির্দেশের মতো খান নাই, না?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ তো অসুধ কিনে আনছিলেন কয়টা?

উত্তরদাতাঃ এক পাতা মানে অয় দশটা।

প্রশ্নকর্তাঃ দশটা কিনছিলেন? আর পাঁচটা খাইছিলেন এর মধ্য থেকে?

উত্তরদাতাঃ পাঁচটা রইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ঐ পাঁচটা কি করছেন?

উত্তরদাতাঃ আছে কই জানি পইড়া টইড়া। ওরা ওর আব্বু শুনলে তো মাইরাই ফালাইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা ওর আব্বু জানে না?

উত্তরদাতাঃ না। ওর আব্বু মনে করেন যে অসুদ টসুদ খাওয়ার মধ্যে গ্যাপ হালাইতে দেয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ অসুধ আইনা খাই নাই যে আরো রইছে যে এই টা শুনলে বইক্কা থুইবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা । তা আপনি খান নাই হচ্ছে ঐ ঘিন্না লাগে এর জন্য?

উত্তরদাতাঃ আমার এরকম যে কোন জিনিস যেমন এই যে ফেমিকন এইগুলা খাইলেও আমি খাইতে পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ যেদিন খামু ঐদিন মনে করেন যে বমি করতে করতে করতে করতে জান শেষ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা । কোন অসুধ, কোন অসুধই খাইতে পারেন না?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ খামুনা মনে করেন খাইতে দেরি অইবো এমনে খালি বমি অইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে এই ধরণের বলতেছেন অসুধ যে যেমন বাচ্চার অসুধ টা কিনছিলেন হচ্ছে ইয়ে থেকে যে স্টেশন রোডের ওখান থেকে কিনছিলেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এই যে যেই প্রেসক্রিপশন দিছিলো মেডিকেল থিকা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ।

উত্তরদাতাঃ ঐডা দেহায়া তারপরে কিনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ তা ঐখান থিকা কেন কিনছিলেন ঐ অসুধটাতো এ্য ঐ কাকার দোকান থেকেও কিনতে পারতেন?

উত্তরদাতাঃ কাকার দোকানে কিনুম মনে করেন আমি ঐখান থিকা আসছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ মেডিকেল থিকা তারপরেও আসছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু।

উত্তরদাতাঃ তারপরে আমার স্বামীরে দেহাইছি রে কাছে টাকা আছে পরে ও কিন্না দিছে এইগুলা।

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা। তো এরকম কি মাঝে মাঝে হয় যে অন্য কোথাও থেকেও কিনেন অসুধ?

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম হয় না, না?

উত্তরদাতাঃ অসুখ পাতি আমাগো আল্লাহর রহমতে কমই অয়। এতো অসুখ অয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ যখনই লাগে আর কি।

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ যখনই লাগে এ্য কাকার কাছ থেকে নিয়ে আসেন?

উত্তরদাতাঃ হ এই ঐখান থিকা আনি। পরে ঐখান থিকাও আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ মনে করেন যদি এইখানে খোলা থাকে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ তাইলে এইখান থিকা আনি

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আর যদি এইটা বন্ধ থাকে তাইলে অন্যখান থিকা আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ অন্যখান বলতে?

উত্তরদাতাঃ আরো ঐদিকে দোকান আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। আর এইখানে বলতে কাকার দোকানটার কথা বলতেছেন? আচ্ছা। তা সর্বশেষ অসুধ লাগছিলো কার জন্য? ধরেন গত এক সপ্তাহের মধ্যে? ওর জন্য তো এক সপ্তাহের মধ্যে লাগছিলো?

উত্তরদাতাঃ.....২৫:১৭.....

প্রশ্নকর্তাঃ একটু আগে বললেন যে এইটা শেষ হইয়া গেল। এ্য তো এইটাতো ঐখান থিকা নিয়ে আসলেন তো এই কাকার কাছ থেকে সর্বশেষ কবে অসুধ নিয়ে আসছিলেন?

উত্তরদাতাঃ ওডা মনে করেন যে রোজার পরেও আনছি।....২৫:৩২.....

প্রশ্নকর্তাঃ রোজার পর পর আচ্ছা?

উত্তরদাতাঃ ঈদের পর পর।

প্রশ্নকর্তাঃ ঈদের?

উত্তরদাতাঃ পর পর।

প্রশ্নকর্তাঃ ঈদের পর পর? কার জন্য অসুধ আনছিলেন?

উত্তরদাতাঃ ঐযে ওর [মেয়ে] জন্য। ড্রপ আনছিলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ কি হইছিলো?.....২৫:৪৪.....

উত্তরদাতাঃ এই মানে খালি কয় কি কান ব্যাথা করে। কান খাওজ্জায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা, আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ তা আমরা মনে করছি কি কানের মধ্যে কিছু অইছে নি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ পরে দেহি কানের মধ্যে ময়লা

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ মনে করেন আনতে দেয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ পরে ঐ ড্রপটা দিছিলো যে মানে কাকা কান বলে খাইজ্জায়। এ্য কান ব্যাথা করে। পরে এই যে খুব ময়লা বেশী। কান অহন ময়লা বেশী তো তো ড্রপটা দিছিলো মানে ময়লাডা মানে আর কি মানে গুরা গুরা অইয়া বাইরাইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এইজন্য

প্রশ্নকর্তাঃ এইজন্য? এ্য তারমানে সর্বশেষ আপনি অসুধও আনছেন যে বাচ্চার জন্য আর সর্বশেষ যেয়ে ঐ ড্রপটা নিয়ে আসছেন আরকি।

উত্তরদাতাঃ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ঐ কানের ময়লাগুলা বাইরাইবার জন্য।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো এইরকম উনার দোকানে আর কি কি অসুধ পাওয়া যায় জানেন?

উত্তরদাতাঃ না আমি তো আর অন্য ব্যাপারে আর কিছু জানি না। যখন আমার যেইডা দরকার আমি ঐডাই আনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ যখন যেইটা দরকার লাগছে যেই যেই অসুধ উনার কাছ থেকে সব পাইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আর কি কি রোগের অসুধ পাওয়া যায় এইটা জানেন বলতে পারবেন?

উত্তরদাতাঃ ঐখানে মনে করেন যার সমস্যা মাথা ব্যাথা জ্বর. মনে করেন যে যার যেইটা দরকার এইডা নিয়া আসে। আমি তো আর এতো যাই না এইডা হারাদিন যাওয়া পরে না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ তাইলে মনে করেন আমিই হডাতে দোকানে গেলাম আর কি কাকা আমার এইডা সমস্যা

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ তো কাকা এইডা দেইখ্যা অসুদ দিয়া দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা দেখেই অসুধ দিয়ে দেয়, না?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাহলে এইটা একটু বলবেন এই যে এতো ধরেন আপনারা খুব বেশি অসুধ খান না। আপনাদের লাগে না। যেহেতু অসুস্থ্য কম হন। তারপরেও যখনই অসুস্থ হন আর কি বা হয়তো শুনে শুনে থাকছেন কিনা শুনছেন কিনা জানতে চাচ্ছি এন্টেবায়েটিক অসুধ বলে এন্টেবায়েটিক অসুধের নাম শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ এইডাতো এই যেমন আপনি বললেন এরমই আর শুনি নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আগে কখনো শুনছেন কিনা, পাড়া প্রতিবেশীর কাছ থেকে। বাড়িতে নিজে নিজে জানছেন কিনা।

উত্তরদাতাঃ না ম্যাডাম আমি এই যে হারা দিন ঘর থিকা বাইর অই না। আমি বলতে পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এমন কি আমি কাউর ফেলাট বাসায় মনে করেন যে কেউর রুমে কেউর যাওয়া পড়ে না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা কারো কাছ থেকে শুনছেন কিনা তারপরেও?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টেবায়েটিক অসুধ এইটা এন্টেবায়েটিক অসুধ দেয় এরকম, এন্টেবায়েটিক আছে

উত্তরদাতাঃ না না না মেডাম

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টেবায়েটিকের নাম শুনেন নাই? তো এরকম কি কখনো শুনছেন যে কিছু অসুধ আছে যেগুলো এক সপ্তাহ বা পাঁচ দিনের জন্য দেয়। দিনে একবার বা দিনে দুইবার করে খেতে বলে হ্যাঁ তো একটা কোর্স আরকি একটা কোর্স যেখানে হচ্ছে আপনার পাঁচ দিন অথবা সাত দিনের দিবে তার মধ্যে হচ্ছে দিনে একটা অথবা দিনে দুইটা করে খেতে হবে এরকম পাওয়ারের অসুধের নাম শুনছেন কিনা?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে পাওয়ারের অসুধ আছে এরকম শুনছেন কিনা?

উত্তরদাতাঃ না। আমগো আর এরকম অয় নাই বলতে পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ না না আপনাদের তো হয় নাই কিন্তু শুনছেন কিনা কখনো

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ না অসুধ আছে এরকম। অসুধ আছে দোকানে কিনতে হয় বা মানুষের লাগে?

উত্তরদাতাঃ না না। সেইডা বলতে পারি না। যাগোর বেশী অসুস্থ্য অয় নিয়া যায় তাত্তারি পাওয়ারী অসুধ খাইলে ভাল অইয়া যাইবো তারা এরকম কারণ এরকম তো আমগো অয় টয় নাই আমি বলতে পারুম না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এরকম হয়না এজন্য বলতে পারেন না। কিন্তু কখনো শুনছেন কিনা এটাতো ধরেন?

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য ধরেন এরকম হইছে যে আমরা সব সময়ইতো এরকম করি যে অসুধপত্র যেমন আমার নিজেরো অসুদপত্র লাগে না হ্যাঁ। হয়তো খুব বেশী লাগেনা। আমার খুব বেশী ডাক্টারের কাছেও হয়তো যাওয়া লাগে না। তো ধরেন এন্টেবায়েটিক বা অসুধ বা এরকম অসুধ আছে আমি একটু একটু হয়তো জানি নিজে নিজে হয়তো জানছি যে বিভিন্ন ভাবে?

উত্তরদাতাঃ না, আমি জানি না হুদাই মিছা কথা কইয়া লাভ নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ও এইগুলা জানেন না?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ কখনো শুনেন নাই যে পাঁচ দিনের কোর্স দেয়

উত্তরদাতাঃ না, না।

প্রশ্নকর্তাঃ যেখানে দুই বারের জন্য দিনে দুই বার করে খাইতে হবে। এরকম কোন কিছু?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ যেমন আপনার বাচ্চাকে একটু আগে দুইটা অসুধ দেখাইলেন।

উত্তরদাতাঃ মানে একটা অইছে দিন তিন বার দেড় চামচ কইরা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ আরেকটা?

উত্তরদাতাঃ আরেকটা শুধু একবার রাইতে এক চামিচ।

প্রশ্নকর্তাঃ একবার তো কয়দিনের কোর্স বলছিলো?

উত্তরদাতাঃ সাত দিনের

প্রশ্নকর্তাঃ সাত দিনের? এই যে

উত্তরদাতাঃ মনে করেন রইছে মনে করেন আরো বেশী। মনে করেন যে সাত দিনের অসুধ দিছে এক শনি বার থেকে আরেক শনি বার

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তো মনে করেন যে পরশু দিনই কালকে রাইতে খাইয়া শেষ কইরালাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আর যেইডা এক দিনের

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এক চামচ কইরা এইডা মনে করেন যে এ্য দুই চামিচ তিন চামিচ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আর খাওয়াবেন?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন যে আজকে এক রাইত আজকে এক চামচ খাওয়ান লাগবো না?

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ ঐডা মনে করেন তাড়াতাড়ি শেষ হইছে কারণ ঐডা তো দেড় চামচ কইরা দিন তিন বার

৩০ মিনিট (৩০:০৩)

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ এইডা তাড়াতাড়ি অইবো আর এক চামচেরটাতো একটু দেড়িতেই শেষ অইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তহলে তো ঐযে বলছিলাম দিনে একবার বা দিনে দুইবার কইরা খাইতে হবে। সপ্তাহে সাত দিন বা সপ্তাহে পাঁচ দিন মানে পাঁচ দিন

উত্তরদাতাঃ এইডা দিছে কেন আমার মনে অয় মনে করেন সাত দিন ওর তো কানে আবার একটু একটু হালকা রক্ত বাইর হইছিলো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ হয়তোবা গুতা টুতা দিছে যেই কারনেই হোক হালকা হালকা রক্ত বাইরাইছে। কইছিলো এক সপ্তাহ খাওয়াইতে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ লেইখ্যাই দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ বলছে যে এক সপ্তাহ খাওয়াইবেন। এক সপ্তাহ পরে মনে করেন যদি আবার কানে যদি ঐ রকম দেহা যাইতো তাইলে মনে করেন আমার মেয়েরে নিয়া আলাদা ঐযে ক্লিনিকে কানের চিকিৎসা করান লাগতো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আমি আনেন তো দেখি না ঐ অসুধগুলো।

উত্তরদাতাঃ ঐযে এইখানে।

প্রশ্নকর্তাঃ এইখানে না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ এই দুইটা না?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ। এই দুইটা। আরেকটা ড্রপ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ কানে এক ফোটা কইরা দিন দুইবার দিতে অয়।

প্রশ্নকর্তাঃ তো কোন টাই বলে নাই এইটা এন্টেবায়েটিক না কি এরকম?

উত্তরদাতাঃ না ওর বাপে আমারে বলছে এইডা দেড় চামচ কইরা দিন তিনবার।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ দুফুরে রাইতে সকালে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আর এইডা এক চামচ কইরা। একবার। আমারে যেইরম বইলা দিছে আমি এইরকম কইরাই খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ তো এইরকম কখনো নাম শুনছেন কিনা পাওয়ারের অসুধ খায়

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ মানুষ জন।

উত্তরদাতাঃ না, না।

প্রশ্নকর্তাঃ এ্য ধরেন এই যে অনেক সময় বলে যে এন্টেবায়েটিক হয়তো অনেকে এন্টেবায়েটিক নামে চিনে না আর কি। কিন্তু ধরেন এই যে পাওয়ারের অসুধ। পাওয়ার

উত্তরদাতাঃ হ আমি তো চিনতাছি না। ওরকম আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ পাওয়ারের আপনি হয়তো চিনতেছেন না হয়তো দেখা যায় পাওয়ারের অসুধ বলে এরকম কিছু শুনছেন কিনা?

উত্তরদাতাঃ না না না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তাহলে আমি একটা ছবি দেখাই আপনাকে। এইটা যদি চিনতে পারেন আরকি। ধরেন এরকম কখনো হয়তো খাওয়ান নাই কিন্তু দেখছেন কখনো শুনছেন আর কি এই রকম। এই যে হ্যাঁ একশ গ্রাম এই এইরকম কোন অসুধ। এরকম। এই যে।

উত্তরদাতাঃ না না

প্রশ্নকর্তাঃ বা এই রকম?

উত্তরদাতাঃ না না না। মনে করেন যে ডাক্টারের কাছে গেলে তো কত রং এরই অসুধ থাকে। নাহ মনে করেন যে ডাক্টারের রুমে তো কত রকম অসুধ থাকে। হেইডি তো এতোডা দেহি না।

প্রশ্নকর্তাঃ এই যে এই যে।

উত্তরদাতাঃ নাহ। হয়তো ডাক্টারের দোকানে থাকতেই পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ বলতাছি আর কি মনে করেন ডাক্টারের দোকানে থাকতেই পারে এইগুলা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ। ডাক্টারের দো। মানে আমার কথা হচ্ছে আপনি হয়তো ডাক্টারের দোকানেও দেখতে পারেন হ্যাঁ। আপনি নিজে খান নাই আপনার বাচ্চার জন্য হয়তো লাগে নাই। কিন্তু হয়তো দেখছেন। ডাক্টারের দোকানে গেছেন, দেখছেন। এন্টেবায়েটিক অসুধ বলছিলো, পাওয়ারের অসুধ বলছিলো এরকম কখনো শুনছেন কিনা?

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ কারো কাছ থেকে বা এই যে আপনার ছেলেরাই তো কাজ করে বাইরে বাইরে হ্যাঁ। তো ওরাই গল্প করতে করতে বললো যে এন্টেবায়েটিক অসুধ বা এরকম কিছু?

উত্তরদাতাঃ না না। এসব কথা বলে না আমার ছেলেরা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ.....৩৩:৩৩.....

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। ধরেন চিটাগাং এ আপনি ছিলেন বললেন হ্যাঁ? ঐখানে অসুধের ফ্যাক্টরি ছিল হ্যাঁ?

উত্তরদাতাঃ বিরাট বড়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ বিরাট বড় অসুধের ফ্যাক্টরি ছিল। তো ঐখানেই তো হয়তো শুনে থাকছেন কিনা যে এন্টিবায়োটিক?

উত্তরদাতাঃ এইটাতো আমার মনে করেন ছয় সাত বছর বয়স আছিলো তহন শুনছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। শুনছেন তাহলে?

উত্তরদাতাঃ না মানে এইযে অসুধের কথা বলতো না এই যে ব্যাঙ এর এইডা দেয় হেইডা দেয় অসুধ বানায়

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ ঐডার গিন্নায় আমি খাইতাম না আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ, হ্যাঁ না মানে আপনি ধরেন পাওয়ারের অসুধ খায় মানুষ নাকি পাওয়ারের অসুধ খায় এইভাবেও শুনেন নাই?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ কখনো শুনেন নাই? মানে এইগুলো তো দেখেন নাই বললেন।

উত্তরদাতাঃ না না। একটা জিনিস না দেখলে বললে শুনেন সত্য কথা কুনো দিন আপনে আমার কাছে অহন যা জিগাইছেন আগের থিকা আপনে আমারে যদি অন্য হানে নিয়াও বলেন এইডা আমি বলতে পারবো। কিন্তু মিথ্যা কথা?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ একবার বললেও কিন্তু দ্বিতীয়বারে মিথ্যা কথা আইবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ না সেটা তো অবশ্যই। মিথ্যা কথা তো না। মনে ধরেন শুনছেন আরকি এরকম কারণ অসুধপত্র যারা খায় যেমন ছোট বাচ্চা ওর কখনো জ্বর কি হইছিলো?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ ছোট বেলা থেকে আজ পর্যন্ত ওতো ধরেন এখন তো তিন বছর সাত মাস হইছে।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ জ্বর হইছিলো তো অনেক জ্বর হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ জ্বর হইছে? কতদিন আগে হবে এইটা?

উত্তরদাতাঃ এই মনে করেন যে এক দেড় বছর আগে।

প্রশ্নকর্তাঃ এক দেড় বছর আগে। কি ধরণের অসুধ খাওয়াইছেন মনে করতে পারেন? অসুধ তো খাওয়াইছিলেন নাকি তখন?

উত্তরদাতাঃ অসুধ এ্য বেশী অসুখ অইলে ওর বাপেই অসুধ আনে। ওরে নিয়া দেহায়া আনে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। তো ঐযে দেড় বছর আগে যখন জ্বর হইছিলো তখন আপনি কি খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ একটা অসুধ নাম এমনে কইতে পারমু না মনে নাই। তা এমনে একশ একশ পঁচানব্বই টাকা আছিল। ফাইলটা ছোট্ট।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐ ছোট ফাইল একটা একশ পঁচানব্বই টাকা?

উত্তরদাতাঃ একশ পঁচানব্বই টাকা

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। ঐটা ঐ

উত্তরদাতাঃ ঐটা খাওয়ানের পরই মনে করেন যে জ্বর বেশী অতিরিক্ত জ্বর থাকলে মনে করেন ঐটা খাওয়াইলেই ভাল অইয়া যায়। একশ পঁচানব্বই টাকা।

প্রশ্নকর্তাঃ একশ পঁচানব্বই টাকা নামটা মনে করতে পারেন কিনা?

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ কোথাও রেখে দিছেন ঐটা ইয়া নাম পরবর্তীতে হইলে খাওয়াবেন ঐ রকম করে?

উত্তরদাতাঃ না। অসুধ মনে করেন যে এই যে এলা খালি হইয়া গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ মসনে করেন যে কাইলকা ফালায়া দিবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ একটা কথা দেখাইলাম আরকি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ শেষ হইয়া গেছে ফালায়া দিলাম। মনে করেন যে আল্লাহ না করুক কালকে যদি আবার কয় আম্মু কান ব্যাথা করতাছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ঐযে সিলিপ আছে না?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ঐটা দেখায়া আবার অসুধ নিয়া আমু।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। না আমি বলতে চাচ্ছি যখন জ্বর হইছিলো তখন বললেন যে একশ পঁচানব্বই টাকার একটা ফাইল খাওয়াইছিলেন। ঐটা কিরকম অসুধ ছিল?

উত্তরদাতাঃ ঐটা এতোটুক ছোট শিশি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আচ্ছা। কিভাবে খাওয়াইতে হইছে এইটা একটু বলবেন?

উত্তরদাতাঃ রাইতে শুধু একবার কইরা।

প্রশ্নকর্তাঃ রাতে একবার করে? কয় দিনের ইয়া ছিল?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন যে শিশি তো ছোটই।

প্রশ্নকর্তাঃ না না কয় দিনের কোর্স ছিল ঐটা?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন যে পাঁচ দিন না ছয় দিন। ছোট্ট শিশি তো

প্রশ্নকর্তাঃ পাঁচ দিন না ছয় দিন? তার মানে তো

উত্তরদাতাঃ এক চামচ কইরা

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এক চামচ করে? তা আমি তো এই যে আপনাকে জিঙ্গেস করতেছি হ্যাঁ যে জানতে চাচ্ছি যে এন্টিবায়েটিক বা পাওয়ারের অসুধ আমরা যেইগুলি এন্টিবায়েটিক বলতেছি অনেকে হয়তো পাওয়ারের অসুধের নামে চিনেন হ্যাঁ তো এইগুলো অনেকে হয়তো ঐভাবেও চিনে না। কিন্তু ঐভাবে জানে যে হ্যাঁ এই রকম

উত্তরদাতাঃ ঐযে এহন আমি বলতেছি যে একশ পঁচানব্বই টাকা বেশী জ্বর আছিলো খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ এরকম

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। এরকম করেও তো জানে তার মানে তো আপনেও খাওয়াইছেন এরকম। ধরেন ওখানে হচ্ছে আমি যেটা জানতে চাচ্ছি পাঁচ দিন অথবা সাত দিনের দেয় অসুধ দিনে একবার খাওয়াইতে বলে দিনে দুইবার খাওয়াইতে বলে অনেক সময় এই রকম আর কি। তারমানে আপনে খাওয়াইছেন এরকম অসুধ?

উত্তরদাতাঃ হ এরকম মনে করেন এক দেড় বছর আগে। ওর আব্বুই নিয়া আইছলো।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ মনে করেন বাচ্চার বেশী অসুক অইলে তো গুরুতর অইলে অর বাপেই নিয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা ।

উত্তরদাতাঃ ওর আব্বুই নিয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। তার মানে ঐযে অসুধ খাওয়াইছিলেন হ্যাঁ যে দেড় বছর আগে যেইটা একশ পঁচানব্বই টাকা দামের

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ ঐটা সম্পকেই বলেন ঐটা কেন দিছে কিভাবে কাজ করছে? ঐটা একটু বলেন?

উত্তরদাতাঃ ঐটা কাজ করছে কি মনে করেন যে অনেক জ্বর আছিলো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ পরে ওর আব্বু নিয়া অসুধ আইনা খাওয়াইছে ভাল অইয়া গেছে। এক চামচ কইরা।

প্রশ্নকর্তাঃ কয় দিনে ভাল হইছে?

উত্তরদাতাঃ চাইর পাচ দিন

প্রশ্নকর্তাঃ চার পাঁচ দিন? কয় দিন খাওয়াইছিলেন?

উত্তরদাতাঃ এই চাইর দিন কি পাচ দিন। দেড় চামচ কইরা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা খাওয়াইতে বলছিলো ছয় দিন?

উত্তরদাতাঃ হ ছয় দিন কি পাঁচ দিন কয়। মনে করেন যে শিশিও ছোট্ট।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ বেশী বড় না।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে আমি বলতে চাচ্ছি ডাক্টার যদি আপনাকে সাত দিন খাইতে বলে আপনি কি সাত দিন পুরা করছিলেন?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ পুরা কর?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন যে এইডা যদি বলে যে পাঁচ দিন খাওয়াইবা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এতো চামচ কইরা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এইডার ভিতরে কতখানি অসুধ আছে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ কি আছে না আছে ডাক্টাররা জানে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ সেইটাতো অবশ্যই।

উত্তরদাতাঃ এহন আমারে যদি বলে দেখেন এই অসুধ পাচ দিন খাওয়াইবেন।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ কিন্তু কয় চামচ কইরা

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এতো চামচ কইরা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ তা আমি তো এতো চামচ কইরা খাইলে তো ঐ পাচ দিনেই শেষ অয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ যদি বলে যে তিন দিন খাওয়াইবা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ যে তাইলে কয় চামচ কইরা দুই চামচ কইরা রাইতে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এহন আমি তো রাইতে দুই চামচ কইরা খাওয়াই তাইলে মনে করেন তিন দিনে শেষ হইয়া যায় না?

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এরকম আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ তারমানে হচ্ছে এখানে যতটুকু থাকে আসলে ঐ ডাক্টাররা হিসাব করে দেয় কত দিনের।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ সব শেষ করে আপনি শেষ করেন যে বোতলে আর কিছু বাকি থাকে না।

উত্তরদাতাঃ এই অসুধটা তের চামিচ পানি দিয়া ইয়া করতে কইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ যে তের চামচ গরম পানি ফুটায়া

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ঠান্ডা কইরা ইয়া করতে কইছে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ পরে গরম পানি ফুটায়া ঠান্ডা কইরা পরে মিক্স কইরা তের চামিচ দিয়া ই করছি।

প্রশ্নকর্তাঃ তা এইযে আপনি সব এইটাও তো খাওয়াইতেছেন? না হয়তো আপনি নামটা জানেন না

উত্তরদাতাঃ হ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ যে এন্টিবায়োটিক না পাওয়ারের অসুধ ঐটা জানেন না।

উত্তরদাতাঃ হ হ

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু এইগুলা যে দেয় সেইটাতো বুঝতে পারতেছেন এখন?

উত্তরদাতাঃ হ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো তাহলে এখন এইগুলা কেন দেয় এই রকমের পাওয়ারের অসুধগুলো কেন দেয়? বা পাওয়ারী

উত্তরদাতাঃ এইগুলা তো আমি বলতে পারমু না।

প্রশ্নকর্তাঃ বা ঐযে পাওয়ারী বা দামী অসুধগুলো কেন দেয়?

উত্তরদাতাঃ এইডা পা মনে করেন আমরাতো দেখায়া অসুধ আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এই যেমুন মেডিকেলে আমরা দেখায়া।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ দেখাইছি ম্যাডাম এই এই সমস্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ ম্যাডামে লেইখা দিছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ দেইক্ষা ওরে দেইক্ষা লেইক্ষা দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ এই অসুধগুলা খাওয়াইবা।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ পরে এই সিলিপটা ডাক্তারের কাছে নিয়া গেছে ওর আব্বু

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ দেখাইছে অসুধ দিছে। কোনডা কত চামচ কইরা খাওয়াইতে হইবো লেইখ্যাও দিছে এইভাবেই।

প্রশ্নকর্তাঃ না আমি তো বলতে চাচ্ছি যে এই যে অসুধটা দিল হ্যাঁ ডাক্তার যে দিল অসুখের কোন সময়টাতে এরকম অসুধগুলা দেয়?

উত্তরদাতাঃ এইটা মনে করেন যে আমার মেয়ের এই রাত্রে দিনে শুয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এই যে কানের তে হালকা হালকা রক্ত বাইরাইতাছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ মনে করেন আজকে বাইরাইতাছে ওর আব্বুরে আমি রাইতে দেহাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ যে এরম এরম সমস্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ পরে ওর আব্বু কইছে মেডিকেল নিয়া যা। দেখাক পরে আমি এইডা পরে কি কয় না কয় দেহিছ

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ পরে মেডিকেল নিয়া ম্যাডামরে বলছি ম্যাডাম এরকম এরকম ঘটনা এইটা হালকা হালকা রক্ত বাইরাইতাছে কানে ব্যাথা করতাছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ পরে ম্যাডামে পরে কান দেখছে দেইখা পরে এই যে সিলিপে লেইখা দিছে। পরে ডাক্তাররে বলছি ম্যাডাম এরম এরম ঘটনা আমি কি করবো? অ্য অসুধ লেইখা দিছে মেডাম। লেইখা দেওয়ার পরে মনে করেন যে ওর আব্বুরে কইছি যে লেইখ্যা দিছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু তখন

উত্তরদাতাঃ আর বলছে যে কান যদি মনে করেন অসুধটি খাওয়ার পরে

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ কান কান যদি ভাল না অয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ তাইলে মনে করেন যে আমরা তো এইহানে কানের চিকিৎসার ডাক্তার নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আপনারা আলাদা ডাক্তার দেহাইতে অইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ পরে মনে করেন যে খাওয়ানির পরে ভাল অইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন কি এখন ভাল অইছে?

উত্তরদাতাঃ হ অহন ভাল।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন সুস্থ্য আছে না?

উত্তরদাতাঃ হঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাহলে এরকম পাওয়ারী অসুধগুলো আরকি হ্যাঁ এই রকম আগে যেইটা খাওয়াইছিলেন এটা খাওয়াইছেন। এইটা হচ্ছে লেখা আছে একশ নব্বই টাকা হ্যাঁ দাম। তো এই রকম দামি অসুধ বা পাওয়ারী অসুধ যেইগুলা আর কি হ্যাঁ এইগুলো অসুখের কোন পর্যায়ে দেয় আপনার কি মনে হইতেছে এইটা তো দেখলেন তখন আপনার কি ধারণা হইতেছে তার মানে কখন দেয় এইগুলা এই পাওয়ারী অসুধগুলো?

উত্তরদাতাঃ আমার মনে অয় আমি মূর্খ সুর্খ মানুষ আমি যেই রকম বুঝি

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ মনে করেন আমার মেয়ের যেই হিসাবে কান খাইজ্জাইতাছে কান দিয়া রক্ত বাইরাইছে মানে হেই কারণে এই অসুধটা দিছে। যানি তাত্তারি

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে হচ্ছে অসুখটা এতো বেশী হইয়া গেছিলো এই জন্য কি?

উত্তরদাতাঃ হ হ মনে করে যে কান দিয়া রক্ত বাইরাইছে। বুঝেন না আপনে?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ মনে করেন কান দিয়া যে রক্ত বাইরাইছে হালকা হালকা কইরা আমি তো মনে করেন যে দুফুরে ভাত খাই নাই রাইতেও খাই নাই আমার মেয়ের লাইগা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তার মানে হচ্ছে অসুখটা যদি স্বাভাবিকের তুলনায় একটু বেড়ে যায়

উত্তরদাতাঃ হ একটু এই কারনে মনে অয়

প্রশ্নকর্তাঃ এই কারনে?

উত্তরদাতাঃ দামি অসুদ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল বা দামি অসুধ দেয়? আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আর মনে করেন নরমাল অসুখ অইলে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ওরকম নরমাল কম দামি অসুধ লেইখা দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা তো ঐ ডাক্তারের কাছে গিয়াই কি আগে বলছিলেন এর আগে এই ডাক্তার দেখাইছিলেন কানের জন্য?

উত্তরদাতাঃ এই কানের জন্য বলছি যে কাকা শুধু কান কানের মধ্যে ময়লা ভরা।

প্রশ্নকর্তাঃ না না ঐ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ .....৪১:৫৬.... দেয়না অহনে কান খাইজ্জাইতাছে কয়

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ পরে কাকা কান দেইখ্যা কইতাছে মানে কানের মধ্যে যে ময়লা আছে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ মানে ময়লার কারণেই মনে হয় কানডি ব্যাথা করে। আমাগো ব্যাথা করে না?

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু

উত্তরদাতাঃ পরে কইছে যে একফুটা কইরা ড্রপ দিলে কানের ময়লাডি গুরি গুরি বাইরাইয়া যাইবো গা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। না আমি

উত্তরদাতাঃ যাওনের আগে থিকাও বলছে কান ব্যাথা করে কান খাওজ্জায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আমি বলতে চাচ্ছি যে আমি বলতে চাচ্ছি যখন আপনি টঙ্গীতে গেলেন হ্যাঁ টঙ্গী হসপিটালে

উত্তরদাতাঃ এ্য সরকারী

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ সরকারী হাসপাতালে গেলেন তখন কি উনাকে বলছিলেন এখানে আপনি ডাক্তার দেখাইছেন ঐ কানের জন্য?

উত্তরদাতাঃ না আমি বলছি যে রোজার দশ বারোডা যাইতেই

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ কান খাওজ্জাইতাছে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ কান খাওজ্জায়

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। কিন্তু মাঝখানে যে আপনে কাকার কাছ থেকে ড্রপ একটা দিছেন এইটা বলেন নাই?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা বলেন নাই। উনি জিঙ্গেস করে নাই?

উত্তরদাতাঃ উহু

প্রশ্নকর্তাঃ উনিও জিঙ্গেস করে নাই?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আমি শুধু কান খাইজ্জানের কথা বলছি আর কান ব্যাথা রক্ত হালকা বাইর অইছে এইডা বলছি

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা বলছেন না? ঐ আগে যে ড্রপ দিছেন?

উত্তরদাতাঃ না আমারে যদি বলতো যে তুমি কি কোন অসুধ আনছো তাইলে মনে করেন যে আমি আগের যে ড্রপটা দিছিলাম ঐডা ব্যাগে কইরা নিয়াই গেছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা নিয়ে গেছিলেন?

উত্তরদাতাঃ জিঙ্গেস করলে আমি দিতাম। আমারে বলে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনেও বলেন নাই? আচ্ছা আচ্ছা। ঠিক আছে। তাহলে এই যে ইয়া

উত্তরদাতাঃ কি বলবো ম্যাডাম দাড়ায়া রইছি তিন ঘন্টা অইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ ঘামে ভিজ্জা মাইয়া চিক্কার।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ এই দশ নাম্বারে পাডাইছে এক ঘন্টা খাড়াইয়া রইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ঐখান থিকা ম্যাডামরা আইছে দশটা বাজে আইছে সিরিয়াল দইরা দাড়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ পরে সিরিয়ালে এক দেড় ঘন্টা অইয়া গেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ পরে ঐখান থিকা সিলিপ লেইখা দিছে সতের নাম্বারে। সতের নাম্বারে গিয়া দেহি বিশ জনের পিছে পড়ছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ আর মাইয়া তো ছোট ছোট বাবু সবাই কোলে

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ ঘামে বিজ্জা শেষ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। এতে অনেক পরিশ্রমও হইছে না?

উত্তরদাতাঃ অনেক মানে তিন ঘন্টা লাগছে ম্যাডাম। আটটা বাজে গেছি

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ সারে এগারোডা বাজে আসছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ মেডিকেল থিকা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা। তাহলে এইটা একটু বলবেন যে এই অসুধগুলো ধরেন এই রকম পাওয়ারী দামি অসুধগুলো আর কি কোথা থেকে পেয়ে থাকেন এগুলো?

উত্তরদাতাঃ আমরা ম্যাডাম বলতে পারবো না আমরা মনে করেন ডাক্তারের কাছে যাই সিলিপ দেখাই

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ সিলিপ দেখাইলে মনে করেন যে অসুধ দিয়া দেয়

প্রশ্নকর্তাঃ অসুধ দিয়া দেয়? তার মানে কি অসুধ কিনতে হইলে কি প্রেসক্রিপশন লাগে ঐ স্লিপ লাগে?

উত্তরদাতাঃ না অহন আমি আন্তাজে যাইয়া কি অসুধের কথা কমু যে এই অসুধ দেন?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তো মনে করেন সিলিপের মধ্যে লেখা থাকে না

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ ঐ সিলিপ দেখাইলেইতো অসুধ দেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আর যদি নাম বলতে পারেন?

উত্তরদাতাঃ নাম যদি আমার মনে করেন যে এইডা কি অসুধ আমার নাম মনে নাও থাকতে পারে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ যদি বলতে পারেন আর কি?

উত্তরদাতাঃ বলতে পারলে তো দিবই

প্রশ্নকর্তাঃ বলতে পারলে দিবো?

উত্তরদাতাঃ সিলিপ ছাড়াই দিবো।

প্রশ্নকর্তাঃ সিলিপ ছাড়াই দিবো। তাহলে কি সিলিপ ছাড়া অসুধ দেয়া কি উচিৎ কিনা কি মনে করেন?

উত্তরদাতাঃ আমি মনে করি

প্রশ্নকর্তাঃ ঠিক কিনা আপনি কি মনে করেন?

উত্তরদাতাঃ যদি কোন অসুখ সমস্যা অইলে হইলে আমি সিলিপ দেখাইয়া

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ অসুধ আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি তো নিয়ে আসেন আপনি কি মনে করেন আর কি যে স্লিপ ছাড়া অসুধ দেয়া ঠিক কিনা?

উত্তরদাতাঃ আমার মনে অয় সিলিপ দিয়া ভাল।

প্রশ্নকর্তাঃ স্লিপ দিয়া ভাল না?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন যে মনে নাই। অসুদটার নামের কথা মনে নাই। অহন যদি আমারে অন্য অসুধ দিয়া দিল।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এই জন্য সিলিপ দেখানো ভাল।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। সিলিপ দেইখা?

উত্তরদাতাঃ অহন মনে করেন আমার মেয়ের কানে যদি আবার সমস্যা দেখা দেয়

৪৫ মিনিট (৪৫:০০)

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ একটা কথা দেহাইলাম।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ তাইলে মনে করেন আমি আর মেডিকেল যামু না। বা কানের ডাক্তারের কাছে যামু না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তাইলে আমি সিলিপটা নিয়া যামু।

প্রশ্নকর্তাঃ কেন মেডিকেলে যাবেন না কেন?

উত্তরদাতাঃ ঐ যে বইলা দিছে তো যে এই অসুধ

প্রশ্নকর্তাঃ ও আচ্ছা আচ্ছা এই অসুধে না হলে ঐ কানের ডাক্তারের কাছে যাইতে হবে।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তখন ঐখানে গেলে

উত্তরদাতাঃ আমি সিলিপটা নিয়ে যাব।

প্রশ্নকর্তাঃ সিলিপটা নিয়ে যাবেন?

উত্তরদাতাঃ নিয়ে গেলে যহন কানের ডাক্টারের কাছে যখন যাব

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ কথা দেখাইতেছি আর কি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ যে এই অসুধ মেডিকেল দেহাইছি দেহানের পরে এই অসুধ দিছে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ বলছে যে এইডি এতোদিন খাওয়ার পরে যদি ভাল না অয় তাইলে কানের ডাক্টারের কাছে দেখাইতে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ যা এই অসুধ খাওয়াইছি তারপরে ভাল অইতাছে না কমছে

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ তাইলে এইডা আমারো ভাল অইলো ডাক্টারেরও দেখাইলে ভাল অইলো।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ ডাক্টার জানতে পারলো

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এই জন্য আপনি স্লিপটা নিয়ে যাবেন?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ আর আপনে মনে করেন যে স্লিপ নিলেই ভাল?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ সব সময় সিলিপ নিলেই ভাল

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এই যে আমরা মেডিকেল একসিডিন অইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ সিলিপ নিয়াই মনে করেন যে অসুধ আনি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। আচ্ছা। স্লিপ ছাড়া আনেন না?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ তো আপনে নিজে কি মনে করেন স্লিপ ছাড়া অসুধ নিয়ে আসা?

উত্তরদাতাঃ ভাল না।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল না? আচ্ছা। কেন ভাল না বললেন ঐ অসুধের নাম মনে থাকেনা এই জন্য?

উত্তরদাতাঃ যদি ম্যাডাম মনে করেন আমার অসুধের নাম মনে নাই

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এহন আমি কি করমু?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এই জন্য ওর আব্বু যহনই অসুধ আনে বেশীরভাগ সিলিপ দেখাইয়াই অসুধ নেয়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা তাইলে এইটা একটু বলেন আপনার নিজের কোন এমন কোন একটা অসুধ আছে যেইটা আপনে খুব পছন্দ করেন? ধরেন অসুস্থ্য হইলেই ঐ অসুধটা খাওয়াবেন?

উত্তরদাতাঃ না .....৪৬:২৬....

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টোবায়েটিক অসুধ বা পাওয়ারের অসুধ গুলোর কোন ইয়ে আছে কিনা?

উত্তরদাতাঃ না ম্যাডাম আমি এইডি .....৪৬:৩১.....অসুধ আইজ পর্যন্ত খাই নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐযে পাওয়ারের অসুধ আর কি এই রকম

উত্তরদাতাঃ না না।

প্রশ্নকর্তাঃ পাওয়ারের দামি অসুধ এই রকম।

উত্তরদাতাঃ না না। এই রকম কোন অসুধ

প্রশ্নকর্তাঃ তার মানে সর্বশেষ পরিবারের মধ্যে ওকেই অসুধ খাওয়াইছেন না এই আপনার মেয়েকে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তো পাওয়ারের অসুধও খাওয়াইছেন এইটাই এই যে নাবাসেফ, সেফাক্লু সেফাক্লু ইয়া। তা এইগুলো করতে গিয়ে আপনার এইটা কিনতে গিয়ে তো বললেন প্রেসক্রিপশন ছিল স্লিপ ছিল হাতে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ ঐ সিলিপে

প্রশ্নকর্তাঃ কত টাকা লাগছিলো টোটাল?

উত্তরদাতাঃ ওর আব্বুরে জিঙ্গেস করছি যে কত টাকার অসুধ আনছো তিনশ না বেশী? পরে ওরকম কিছু বলে নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ তিনশ বা তার বেশী হবে?

উত্তরদাতাঃ আমি আর কি বলছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু।

উত্তরদাতাঃ পরে বলছি যে কত টাকার অসুধ আনলা? কয় সারে তিনশ টাকার

প্রশ্নকর্তাঃ সারে তিনশ টাকার মতো অসুধ নিয়ে আসছিলেন? তো আপনার এই অসুধগুলো খাওয়ানের পরে হু এখন কেমন লাগতেছে?

উত্তরদাতাঃ না এখন ভাল আছে। কান ব্যাথা করে না। আর ঐযে একটু একটু রক্ত বাইর অইতো যে এহন আর বাইর অয় না।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন ভাল আছে না? আচ্ছা তাইলে এখন আপনার অনুভুতি কেমন এখন?

উত্তরদাতাঃ অহন দেখি যে আমার মেয়ে একটু সুস্থ্য আছে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ ভাল লাগতেছে

প্রশ্নকর্তাঃ নিজে দেইখা কি ভাল লাগতেছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ ভাল লাগতেছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তখন যেদিন

উত্তরদাতাঃ যেদিন রক্ত হালকা দেখছি ঐদিন ম্যাডাম আমি দুপুরে ভাত খাই নাই, রাত্রেও ভাত খাই নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আমার একটা চিন্তা যে আমার মেয়েডা আল্লাহ

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ নিয়া তো কান একটা সমস্যা একটা ডর না?

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ সময়তে ছবির ভিতরে দেহা যায় এই যে টিভির ভিতরে দেহি কান দিয়া রক্ত বাইরাইয়া মানুষ মইরা যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ তা আমার একটা ভয় ভয় লাগছে ম্যাডাম জানেন না যে তা এহন এহন ভাল লাগতেছে

প্রশ্নকর্তাঃ এখন ভাল লাগতেছে?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে কি এ্য এই যে এই বিষয়টা একটু বলেন যে সুস্থ্য হইছে আপনি নিজের কাছে নিজে কি এরকম কখনো অসুধ রাখছেন পাওয়ারের এ এই ধরণের পাওয়ারের কোন কিছু ট্যাবলেট, বা ইয়া

উত্তরদাতাঃ না না না

প্রশ্নকর্তাঃ রেখে দিছেন পরবর্তীতে খাবেন এইটা চিন্তা করে?

উত্তরদাতাঃ না না আমি মনে করেন যে ম্যাডাম সত্যি কথা কি ওর আব্বা আবার আনেক বার .....৪৮:৪১....

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ এই যে অসুধ আনলে আবার খাইলে না আমি খাইতে পারি না

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। তা এমনে বাড়িতে রাখেন না?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ রাখেন না, না?

উত্তরদাতাঃ ঘরে কোন অসুধ এইযে খাওয়া শেষ ফালায়া দিমু।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। কোন অসুধ রাখেন না?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ তার এরকম কখনো কি এখন বর্তমানে কোন অসুধ আছে?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এখনো নাই না?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এই যে অসুধের মেয়াদ থাকে বলে হ্যাঁ মেয়াদ সম্পর্কে জানেন এইটা কি বলে মেয়াদ?

উত্তরদাতাঃ মেয়াদ তো বলে মনে করেন যে আমরা তো কি বলুম মনে করেন যে একটা অসুধ আছে নাপা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ একটা কথা দেহাইলাম নাপা। এইটাতো ডাক্তাররা জানবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ যে এই মাসটা সামনের মাস তরি মেয়াদ আছে পরে আর থাকবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এইডাতো ওরা জানবো আর আমরাতো জানমু না। এহন মনে করেন যে আমরা পরের মাসে গেলাম

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ ডাক্তারের কাছে যাম মনে করেন জ্বর উঠছে একটা নাপা দেন

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ ।

উত্তরদাতাঃ তো নাপাটা দিলো। এহন তো ডেট নাই এইডা ও জানতাছে আমি তো আর জানি না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এইডা আমি কেমনে বুঝমু ম্যাডাম বলেন?

প্রশ্নকর্তাঃ তা আপনি জিঙ্গেস করেন না? আপনি কিভাবে জানেন আর কি ঐ অসুধের মেয়াদ আছে কি নাই?

উত্তরদাতাঃ ঐডাতো ডাক্তারে দেয় আমি

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এই এই জিনিসগুলো ডাক্তারে জানে আপনি জানেন না? আচ্ছা। অসুধের মেয়াদ আছে।

উত্তরদাতাঃ আচ্ছা ম্যাডাম আমি একটা কথা বলি।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ মনে করেন যে অহন আমার একটা তরকারি আমি রান্না করছি

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ তরকারিডা নষ্ট অইয়া গেছে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এইডা খাওয়া যাইবো না

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ অহন এইডা যদি আমি গরম কইরা রাইখা দিয়া আমার স্বামীরে দিলাম

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ আমার ছেলেরে দিলাম

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এই জিনিসটা খাইলে কি পরে পাতলা পায়খানা অইবো না?

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আমি জানতাছি

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আমি তরকারিডা ফালায়া দেই

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আমি দেই না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এহন মনে করেন নাপাডা ওদের কাছে রইছে যে ওরা জানতাছে এত মাস থিকা এত মাস পর্যন্ত মেয়াদ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু।

উত্তরদাতাঃ অহন আমি জানি ন অহন আমি গেলাম

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ যে বাচ্চাডা অসুস্থ্য একটা নাপা দেন

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ অহন ও দিল

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ আমি তো জানি না

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু।

উত্তরদাতাঃ আমি না জাইনা কিন্তু আমার বাবুরে খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু তো এইটা আপনি কি আনার সময় জিঙ্গেস করেন না এইটা অসুধের মেয়াদ আছে কি নাই এগুলো?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ জিঙ্গেস করেন না? তো কিন্তু আপনি জানেন যে অসুধ।

উত্তরদাতাঃ এইযে কথাটা বললেন এই যে আপনি এহন কথাটা বললেন।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ এহন আমরা যদি বাবুর যদি আবার অসুখ-বিসুখ অয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ আনতে গেলে তো জিঙ্গেস করমু।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ যে অসুধটা যে দিলেন মেয়াদ আছে কিনা।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এইটা আপনে যে বললেন আমার কান খাড়া থকবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো কখনো কি এরকম হইছে যে অসুধের কিন্তু আপনে তো জানেন আগে থেকে যে অসুধের একটা মেয়াদ থাকে।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ এইটা মানুষে বলে খানার শুধু অসুধ বইলা না।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু হু।

উত্তরদাতাঃ এই যে দোকানের রুটি মুটি সব কিছুরই কিন্তু একটা মেয়াদ আছে।

প্রশ্নকর্তাঃ একটা মেয়াদ থাকে। তো এইগুলো কিভাবে ব্যবহার করতে হয়? এই কেন মেয়াদ দেয়া থাকে?

উত্তরদাতাঃ মেয়াদ দেয়া থাকলে ভাল না মেয়াদ ছাড়া খাইলে মনে করেন যে অসুখ বিসুখ অইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ অসুখ বিসুখ হবে না?

উত্তরদাতাঃ বমি হইবো, পাতলা পায়খানা অইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ বমি হবে, পাতলা পায়খানা হবে। তো ধরেন এই যে পাওয়ারের অসুধগুলো হ্যাঁ বেশী পাওয়ারের যে অসুধগুলো এরকম অসুধগুলো খাইলে শরীরের মধ্যে কোন সমস্যা হয় কিনা? মানুষের শরীরে?

উত্তরদাতাঃ ম্যাডাম আমি তো এরকম কোন পাওয়ারী অসুধ খাই নাই। বলতে পারমু না।

প্রশ্নকর্তাঃ খাওয়াইছেন তো বাচ্চারে?

উত্তরদাতাঃ বাচ্চারে তো খাওয়াইছি বাচ্চার তো মনে করেন বেশী বমি টমি আছিল।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ হিসাবে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তো খাওয়ানিতে মনে করেন যে আল্লাহর রহমতে ভাল হইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ ভাল হইছে? অন্য কোন ধরনের?

উত্তরদাতাঃ আর যদি মনে করেন যে অসুধটা খাওয়ানির পরে পাওয়ারী জাতীয় খাওয়ানির পরে যদি কানডা ভাল না অইতো কান খাইজ্জাইতো কান ব্যাথা করতো তাইলে এই অসুধডা তহন আমি আবার নিয়া যাইতাম

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ মেডিকেলেই

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ যে ম্যাডাম অসুধটি যে লেইখা দিছেন

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এই অসুধটি খাওয়ানের পরে কিন্তু কান ভাল অয় নাই ব্যাথা আরো বাড়ছে। এইডা আমি মনে করেন যে ঐ জায়গায় আবার নিতাম।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐ জায়গায় আবার নিতেন? কিন্তু এই যে কোন ধরনের ধরেন খাওয়ার পর পর কোন ধরণের সমস্যা হয় কিনা কোন ধরণের শারীরিক ইয়া দেখা দেয় কিনা?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এই রকম কিছু এ্য হয়না?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো আপার তো হচ্ছে এইখানে গরু ছাগল কিছু নাই বললেন।

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ তো গরু ছাগলের অসুখ বিসুখ হইলে অসুধপত্র লাগে কি লাগে না এই সব সম্পর্কে বলতে পারবেন?

উত্তরদাতাঃ না আমি বাড়িতে টারিতে এতো বেশী যাই না। বেড়াইতে যাই দু এক দিন। এইগুলি বলতে পারমু না।

প্রশ্নকর্তাঃ এইগুলি বলতে পারবেন না, না?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে এইটা একটু জানতে চাচ্ছি যে এন্টোবায়েটিক এতোক্ষন তো বলতেছি এন্টোবায়েটিক অসুধ হ্যাঁ? এখন আমি জানতে চাচ্ছি এন্টোবায়েটিক অসুধ ইয়া রেজিষ্ট্যান্স এন্টোবায়েটিক রেজিষ্ট্যান্স সম্পর্কে আপনি শুনছেন?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ এন্টি মাইক্রোবিয়াল রেজিষ্ট্যান্স এর নাম?

উত্তরদাতাঃ না

প্রশ্নকর্তাঃ শুনেন নাই, না? আচ্ছা, তাইলে এই যে ডাক্তার বলে হ্যাঁ একটা কোর্স দিলাম আপনাকে হ্যাঁ সাত দিনের কোর্স দিলাম দিনে একবার করে খাবেন হ্যাঁ বা বাচ্চাকে দিনে একবার করে খাওয়াবেন সাত দিনের কোর্স একটা দিয়ে দিলাম যদি এই কোর্সটা শেষ না করেন মানে সাত দিনের জায়গায় আপনি দুই দিন খাইলেন হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ

প্রশ্নকর্তাঃ দুই দিনে

উত্তরদাতাঃ এইটাতো ভাল হইলো না

প্রশ্নকর্তাঃ খাইয়া ভাল হইছেন

উত্তরদাতাঃ এইটা আবার উকি মারবো

প্রশ্নকর্তাঃ আবার উকি মারবো? আচ্ছা তারমানে কিছু ইয়া সমস্যা দেখা দেয়?

উত্তরদাতাঃ মনে করেন এইডা তো মনে করেন যে অর আব্বু বলে যে এইডাতো অসুদটা পাচ দিনের দেয় এইডা খাইয়া শেষ করন লাগবো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উত্তরদাতাঃ না খাইলে দুই দিন ভাল অইয়া আবার অইবো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা আচ্ছা দুই দিন ভাল হয়ে আবার হবে?

উত্তরদাতাঃ আবার হবে। কোর্সটা পুরাপুরি খাইতে অইবো। নিয়মমতোন।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা নিয়মমতোন পুরাপুরি খাইতে হবে?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ তারমানে হচ্ছে যে সমস্যা হচ্ছে যদি না খায় তাইলে সমস্যা দেখা দেয় ঐ রকম?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ যে রোগটা আবার হবে?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ তো আর কি ধরণের সমস্যা হইতে পারে?

উত্তরদাতাঃ আর কি অইবো? আর কিছু আমি জানি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এই গুলো বললেন আপনার স্বামীর কাছ থেকে শুনছেন। আর কারো কাছ থেকে শুনছেন এরকম?

উত্তরদাতাঃ না আমি এতো বেশী কারো কাছে যাই না।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ আচ্ছা এই যে কোর্স পুরা অসুধ না হলে না খেলে আর কি যে সেটা না খেলে যে সমস্যা দেখা দেয় বললেন হ্যাঁ অসুখটা আবার হইতে পারে। এই জিনিসটা আপনার কাছে কি মনে হয়? এইটা নিয়ে আপনি চিন্তিত?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ চিন্তিত আবার ঐযে আবার দুই দিন পরে আবার অসুখ অইলে তো আবার বলতে পারমু না দেহ অসুখ অইছে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ তহন আমারে বকা দিবো এ্য তুই অসুধ খাছ নাই। এরলিগাই তর আবার অইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এইডা আমার অবশ্যই বলে ওর আব্বু

প্রশ্নকর্তাঃ এইটা নিয়ে আপনি চিন্তা করেন ঐ ওর আব্বু হচ্ছে বলবে যে

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তাইলে এইটার সমাধান করার জন্য আরকি হ্যাঁ ধরেন এই ধরণের যেন সমস্যা না হয় হ্যাঁ এই ধরণের যেন অসুখটা আবার না হয় আমার।

উত্তরদাতাঃ তাইলে পুরাটাই খাওন লাগবো

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে পুরাটা খাওয়া লাগবো? আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এহন ঐযে অসুধ আনছিলাম খায়না।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনে নিজেই তো অসুধ বললেন শেষ করেন নাই।

উত্তরদাতাঃ এইডাতো আমি বললামই আপনারে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ পাঁচটা খাইছি আর খাই নাই।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ এইডাতো ওর আব্বু শুনেই নাই। শুনলে তো বইক্কা থুইবো না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা এইটাতো আপনে খান নাই কিন্তু আপনার মেয়েকে কি আপনি সম্পূর্ন করান?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। আমারডা যেমন তেমন আমার মাইয়াডারে আমি খাওয়াইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ মাইয়ার, ছেলে-মেয়ের চিন্তা আমার বেশী।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। ছেলে-মেয়ের ছেলের জন্যও চিন্তা বেশি। ছেলেকেও কি ওরকম কমপ্লিট করান?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ সুন্দর অসুধ খাওয়া নেই অসুধ এই মামুন আসুধ খাও

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ভাত টাত খাইয়া অসুধ খাও।

প্রশ্নকর্তাঃ এখন বলতেছেন কে যেন ঐ নিমতলা থেকে নিমতলি থেকে অসুধ নিয়ে আসেন ঐযে ভাই এর জন্য নিয়ে আসেন।

উত্তরদাতাঃ হ ঐযে নিমতলি একসিডিন অইছেনা?

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ। এখনও কি অসুধ খাওয়ান?

উত্তরদাতাঃ ব্যাথা এখন আমরা দুইজনেরে আনলে অসুধ দুইজনেরে এক লগেই আনে।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ এহন আবার কতদিন ধইরা আনে না। ঐযে এই ব্যবসা আছিলো নাতো বসা আছিলো। টাকা টুকা নাই সমস্যা।

প্রশ্নকর্তাঃ টাকা নাই এই জন্য আর অসুধ নিয়ে আসা হয় না?

উত্তরদাতাঃ হ

প্রশ্নকর্তাঃ কিন্তু ডাক্তার কি বলছিলো?

উত্তরদাতাঃ আমি ব্যাথা করলে

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ অসুধ খাইতে আইবো। মনে করেন।

প্রশ্নকর্তাঃ মানে ব্যাথা যখনই করবে অসুধ খাব। এরকম কি?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা। তো কতদিন খাইতে হবে?

উত্তরদাতাঃ আমাদের ম্যাডাম পরায় মামুনের বাপের আট মাস খাওয়ার নিয়ম আছিলো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আমার ছয় মাস।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু

উত্তরদাতাঃ আমি ছয় মাসের বেশী আরো দুই মাস আরো বেশী খাইছি।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উত্তরদাতাঃ ও আট মাসের উপরে অসুধ খাইছে।

প্রশ্নকর্তাঃ তো

উত্তরদাতাঃ একটানা।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা একটানা আট মাসের উপরে খাইছে। যদিও ডাক্তার বলছিল আট মাস খাইতে

উত্তরদাতাঃ হু

প্রশ্নকর্তাঃ আর আপনেকে ছয় মাস খাইতে বলছিলো আপনি দুই মাস

উত্তরদাতাঃ আমি দুই মাস আরো বেশী খাইছি

প্রশ্নকর্তাঃ বেশী খাইছেন?

উত্তরদাতাঃ কারন ব্যাথা কমে নাই। ব্যাথা করতো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা তখন কি ডাক্টারকে বলেন নাই? বলেন নাই ডাক্টারের কাছে যান নাই যে।

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ ও গেছে

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি তো বলছেন ছয় মাস খাওয়াইতে কিন্তু আমার এখনো ভাল হয় নাই?

উত্তরদাতাঃ এখনো ওর ব্যাথা বাড়ে তো।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা

উত্তরদাতাঃ ও আমার এই ব্যাথা বাড়ে। এইডি খাউজ্জায়

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ

উত্তরদাতাঃ এই জায়গায় ব্যাথা বাড়ে।

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ।

উত্তরদাতাঃ ওর ও বাড়ে তো।

প্রশ্নকর্তাঃ হু

উত্তরদাতাঃ ওর কোমর নিয়া মাঝে মাঝে অনেক ব্যাথা হয়।

প্রশ্নকর্তাঃ হু হু। তো ডাক্টারের কাছে যান না এগুলোর জন্য?

উত্তরদাতাঃ হ্যাঁ ও যায়। ঐযে সিটি স্ক্যাপ কাগজ টাগজ নিয়া

প্রশ্নকর্তাঃ হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ঐ ঐখানে গিয়ে নিয়ে আসে। আগের স্লিপটা নিয়ে যায়? তো আগের স্লিপটা দেখায়া এখন অসুধ খাচ্ছেন? মানে নতুন করে আবার ডাক্টার দেখাচ্ছেন না?

উত্তরদাতাঃ না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা ঠিক আছে আপা অনেকক্ষন কথা বললাম ধন্যবাদ আপনাকে।

উত্তরদাতাঃ আপনারেও অনেক ধন্যবাদ।